# মোছলেম বিবাহ বিচ্ছেদ

## আইনের প্রতিবাদ

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্
শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

**মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)**

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্ সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
**মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ রহঃ** এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক বশিরহাট
''নবনূর প্রেস'' হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪১০ সাল)

মুদ্রণ মূল্য—৮ টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين •

# মোছলেম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রতিবাদ

গত ১৯৩৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে (দিল্লী) মোছলেম বিবাহ বিল আইন পাশ হইয়াছে। ঐ বিলের মোটামুটি কথাগুলি এই যে ঃ—

(ক) যদি চারি বৎসর যাবৎ স্বামীর ঠিকানা জানা না যায়।

(খ) যদি দুই বৎসর যাবৎ স্বামী তাহার খোরপোশ দিতে অক্ষম হয় বা অবহেলা করে।

(গ) যদি স্বামী সাত বা তদূৰ্দ্ধ বৎসর কালে কারাদন্ডে দন্ডিত হয়।

(ঘ) যদি যুক্তি সম্মত কারণ ব্যতিরেকে স্বামী তিন বৎসর যাবৎ তাহার ভক্তি সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হয়।

(ঙ) যদি স্বামী বিবাহ কালে নির্ব্বিয্য থাকিয়া থাকে এবং বিবাহের পরও নির্ব্বির্য্য থাকে।

(চ) যদি স্বামী দুই বৎসর কাল ধরিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক হয়, অথবা কুষ্ঠ কিম্বা ভয়ঙ্কর রতিজ রোগে ভুগিতে থাকে।

(ছ) তাহার (নারীর) বয়স পনের বৎসর হইবার পূর্ব্বে পিতা বা অভিভাবক তাহার বিবাহ দিয়া থাকিলে এবং তাহার সেই বিবাহ স্বামী সহবাসের দ্বারা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়া না থাকিলে, সে (নারী) তাহার বয়স

১৮ বৎসর হইবার পর যদি সেই বিবাহ প্রত্যাখ্যান করে, এই সব অবস্থায় সরকারী আইনের বিধি-ব্যবস্থা মতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবে।

আরও কয়েকটি ধারা আছে যাহা পরে আলোচনা করা হইবে।

প্রথম (ছ) ধারার আলোচনা করা যাউক।

এই ধারা কয়েক কারণে আমাদের মহামান্য শরিয়তের বিপরীত হওয়ায় মুছলমান সমাজ ইহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না।

প্রথমতঃ নাবালেগা কন্যার বিবাহ পিতা ও দাদা দিয়া থাকিলে উহা ভঙ্গ করা যাইতে পারে না।

দোর্রোল-মোখতার, ২/৫/৬ পৃষ্ঠা :—

و لزم النكاح ان كان الولى ابا او جدا

"যদি ওলি পিতা কিম্বা দাদা হয়, তবে উক্ত নেকাহ লাজেম হইয়া যাইবে (অর্থাৎ বিচ্ছেদ করা যাইতে পারে না)।"

শরহে-ইলইয়াছ, ১৭১ পৃষ্ঠা :—

ثم ان زوجهما الاب و الجد لزم النكاح و لا خيار لهما فى الفسخ بعد البلوغ

তৎপরে যদি পিতা ও দাদা নাবালেগ পুত্র ও নাবালেগা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে, তবে উক্ত নেকাহ লাজেম হইয়া যাইবে এবং বালেগ হওয়ার পরে উভয়ের (উক্ত নেকাহ) ফছখ করার অধিকার থাকিবে না।

হেদায়া ২/২৯৭ পৃষ্ঠা :—

فان زوجهما الاب او الجد فلاخيار لهما بعد بلوغهما *

"যদি পিতা কিম্বা দাদা উভয়কে বিবাহ দিয়া থাকে, তবে এতদুভয়ের বালেগ হওয়ার পরে তাহাদের (নেকাহ ভঙ্গ করার) ক্ষমতা থাকিবে না।

আলমগিরি মিছরি ছাপা, ১/৩০৪ পৃষ্ঠা :—

فان زوجهما الاب او الجد فلاخيار لهما بعد بلوغهما *

"যদি উক্ত নাবালেগ পুত্র ও কন্যার বিবাহ পিতা এবং দাদা সম্পাদন করিয়া থাকে, তবে তাহাদের বালেগ হওয়ার পরে (নেকাহ ভঙ্গ

করার) ক্ষমতা থাকিবে না।" শামি, ২/৪১৭ পৃষ্ঠা :—

( ولزم النكاح ) اى بلا توقف على اجازة احد و بلا ثبوت خيار فى تزويج الاب والجد

"পিতা ও দাদা বিবাহ দিলে, বিবাহ লাজেম হইয়া যাইবে, ইহাতে (উভয়ের মধ্যে) কাহারও অনুমতি সাপেক্ষ হইবে না এবং (নেকাহ ভঙ্গ করার) অধিকার থাকিবে না।" কাজিখান, ১/১৬৪ পৃঃ

واذا بلغ الصغير و الصغيرة و قد زوجهما الاب و الجد لا خيار لهما

"আর যখন নাবালেগ ও নাবালেগা বালেগ হইবে, অথচ পিতা ও দাদা উভয়ের বিবাহ সম্পাদন করিয়াছিল, তখন উভয়ের (বিবাহ ভঙ্গ করার) ক্ষমতা থাকিবে না।" তাহতাবী ২/৩৩ পৃঃ—

قوله و لزم النكاح اى لا خيار فيه فى هذه الصورة الآتية

"পরবর্ত্তী অবস্থাগুলিতে পিতা দাদা নেকাহ করাইয়া দিলে নেকাহ ভঙ্গ করার ক্ষমতা থাকিবে না।"

এইরূপ বারজান্দির ২/১১ পৃষ্ঠায়, জামেয়োর-রমুজের ২২৪ পৃষ্ঠায় আবুল মাকারেমের ২/১০ পৃষ্ঠায়, ফাতাওয়ায়-আছয়াদিয়ার ১/৪১ পৃষ্ঠায়, এখতিয়ারের ২/১৫৬, মাজমায়োল-আনহোরের ১/৩৩৫ জওহারে-নাইয়েরার ২/৬৫, মবছুতের ৪/২১৫ ও ওদ্দাতো-আরবাবেল ফাতাওয়ার ১/১৪, লিখিত আছে যে, পিতা ও দাদা বিবাহ দিলে, পুত্র ও কন্যা বালেগ হইয়া উক্ত নেকাহ ফছখ করিতে পারিবে না।

এইরূপ উন্মাদিনী বালেগা স্ত্রীলোকের বিবাহ তাহার পুত্র করাইয়া দিলে, তাহার চৈতন্য প্রাপ্তির পরে উহা ফছখ করার অধিকার তাহার থাকিবে না। শামী ২/৪১৮, তাহতাবী ২/৩৪।

অবশ্য পিতা ও দাদা ব্যতীত বিবাহে অন্য কেহ অলী হইলে, নাবালেগা কন্যা বালেগা হইলে নেকাহ ফছখ করিতে পারে।

এই ফছখ করার নিয়ম কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কুমারী হায়েজ হওয়া মাত্র বলিবে, আমি নিজের নফছকে এখতিয়ার করিলাম এবং নেকাহ ফছখ করিলাম। যদি কিছু না বলিয়া অল্প সময় চুপ করিয়া থাকে, তবে এই বৈঠক পরিবর্ত্তন করার পূর্ব্বে হইলেও তাহার নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকিবে না।

যদি সে নেকাহ হওয়ার সংবাদ আবগত থাকে, তবে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। আর নেকাহ হওয়ার সংবাদ অবগত না থাকিলে বালেগা হওয়ার পরে যখনই এই সংবাদ অবগত হইবে, তখনই বলিবে, আমি নিজের নফছকে এখতিয়ার করিলাম ও নেকাহ ফছখ করিলাম।

এই সংবাদ পাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে, বৈঠক পরিবর্ত্তন করার পূর্ব্বে হইলেও ফছখ করার অধিকার থাকিবে না।

বালেগা হওয়ার কালে তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকার থাকে, কিম্বা সেই বৈঠকের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত ক্ষমতা বাকী থাকে না, ইহা সে জানুক, আর নাই জানুক, নেকাহ ফছখের ঘোষণা অল্পক্ষণ দেরীতে করিলে, উক্ত অধিকার নষ্ট হইয়া যাইবে। শামি ২-৪২৫, ৪২৬, তাহতাবী, ২-৩৬/৩৭।

যখনই বালেগা হয়, তখনই নেকাহ ফছখ করিয়া দুইজন সাক্ষীকে ইহা জানাইয়া রাখিবে, ইহার পরে কাজির নিকট কিছু দিবস পরে নেকাহ ফছখের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবে। ইহাতে তাহার নেকাহ ফছখের ক্ষমতা বাকী থাকিবে, কিন্তু যদি সে ইহার মধ্যে স্বামীকে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে সুযোগ প্রদান করে, তবে এই ক্ষমতা বাতীল হইয়া যাইবে। আলমগীরী ১/৩০৪।

এক্ষণে ইহাই আলোচ্য বিষয় যে, নাবালেগা বালেগা হইয়া নেকাহ ফছখ করিলেই সেই নেকাহ ফছখ হইয়া যাইবে কি না?

ইহার উত্তর এই যে, কাজী যত দিবস এই নেকাহ ফছখ না করিয়া দিবে, ততদিবস এই নেকাহ ফছখ হইবে না। কাজীর বিচার মীমাংসায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণার পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে একজন মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, একে অন্যের ওয়ারেছ হইবে।

পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যে নেকাহ দিলে, বালেগ হওয়া কালে উভয়ের নেকাহ ফছখ করার ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু কাজির হুকুম এই ফছখের শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে।"

হেদায়া ২/২৯৭ পৃষ্ঠা :—

و ان زوجهما غير الاب و الجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح و ان شاء فسخ و يشترط فيه القضاء *

"যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যে নাবালেগ পুত্র ও নাবালেগা কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করিয়া থাকে, তবে এতদুভয়ের মধ্যে প্রত্যেকের বালেগ হওয়া কালে (নেকাহ ভঙ্গ করিবার) ক্ষমতা থাকিবে, সে যদি ইচ্ছা করে, তবে উহা ফছখ করিবে, এই নেকাহ ভঙ্গ করিতে কাজির হুকুম শর্ত্ত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।"

দোর্‌রোল-মোখতার, ২/৫/৬ পৃষ্ঠা :—

و ان كان المزوج غيرهما ان كان لمن كفو و بمهر المثل صح و لكن لهما خيار الفسخ بالبلوغ او العلم بالنكاح بشرط القضاء للفسخ *

আর যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যে সমশ্রেণীর (কফুর) সহিত এবং মোহরে মেছেলের সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পাদনকারী হয়, তবে উহা ছহিহ হইবে, কিন্তু বালেগ হওয়া কালে কিম্বা বিবাহের সংবাদ জানা কালে উভয়ের নেকাহ ভঙ্গ করার অধিকার থাকিবে, এই বিবাহ ভঙ্গ করিতে কাজির হুকুম শর্ত্ত স্থির করা হইয়াছে।"

কাজিখান নলকেশওয়ারী ছাপা, ১/১৬৪ পৃষ্ঠা :—

وفی خیار البلوغ لا تقع الفرقة و لا يبطل النكاح ما لم يفسخ القاضی العقد بينهما *

"বালেগ হওয়া কালে বিবাহ ভঙ্গ মনোনীত করিলে, বিবাহ বিচ্ছেদ না ও নেকাহ বাতীল হইবে না — যতক্ষণ না কাজী উভয়ের মধ্যস্থিত বিবাহ ফছখ করিয়া দেন।

আলমগিরি, মিছরি ছাপা, ১/৩০৪ পৃষ্ঠা:—

و يشترط فيه القضاء •

"এই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কাজীর হুকুম শর্ত স্থির করা হইয়াছে।"

শামী, ২/৪২১ পৃষ্ঠা:—

اذا كان المزوج للصغير و الصغيرة غير الاب و الجد فلهما الخيار بالبلوغ او العلم به فان اختيار الفسخ لا يثبت الفسخ الا بشرط القضاء - و فيه ايماء الى ان الزوج لو كان غائبا لم يفرق بينهما ما لم يحضر للزوم القضاء على الغائب نهر قلت و به صرح الاسترو شنى في جامعه •

"যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কেহ নাবালেগ পুত্র ও নাবালেগা কন্যার বিবাহ সম্পাদনকারী হয়, তবে বালেগ হওয়া কালে কিম্বা বিবাহের সংবাদ জানা কালে উভয়ের (বিবাহ ভঙ্গ করার) ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু বিবাহ ভঙ্গ করার পন্থা অবলম্বন করিলে, কাজীর হুকুম ব্যতীত বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পাদিত হইবে না। ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে যদি স্বামী অনুপস্থিত থাকে, তবে যতক্ষণ সে উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ কাজী উভয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ করাইয়া দিতে পারে না, কেননা ইহাতে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর বিচার ব্যবস্থা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, (আর ইহা হানাফী মজহাবে জায়েজ নহে), ইহা নহরোল ফায়েকে আছে, আল্লামা শামী বলেন, ওস্তোরুশনি নিজ কেতাবে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।"

এইরূপ তাহতাবির ২/৩৫ পৃষ্ঠায়, বাদায়ে' কেতাবের ২/৩২৫ পৃষ্ঠায়, হেদায়ার টীকা আয়নীর ২/৯৫ পৃষ্ঠায়, মোল্লা মেছকিনের ৮৯ পৃষ্ঠায়, বারজান্দির ২/১১ পৃষ্ঠায়, কাঞ্জের টীকা আয়নির ২/২১ পৃষ্ঠায়, শরহে-ইলইয়াছের ১৭১ পৃষ্ঠায়, জামেয়োর-রমুজের ২৫৫ পৃঃ, এখতিয়ারের ২/১৫৬ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল্লাহেল মইনের ২/৩৪/৩৫ পৃষ্ঠায় মাজমায়োল-আনহোরের ১/৩৩৫ পৃষ্ঠায়, দোরারোল-হেকামের ১/৩৩৮ পৃষ্ঠায়, তবইনোল-হাকায়েকের ২/১২৩ পৃষ্ঠায়, জওহেরার-নাইয়েরার ২/৬৫ পৃষ্ঠায় ও উদ্দাতো-আরবাবেল-ফাতাওয়ার ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, যতক্ষণ কাজী এই নেকাহ ফছখ না করিয়া দিবে, ততক্ষণ উক্ত নেকাহ ফছখ হইবে না। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহার পূর্ব্বে অন্যত্রে তাহাকে বিবাহ দিলে, হারাম ও জেনা হইবে।

এস্থলে ইহাই বিচার্য বিষয় যে, কাজী কোন্ ব্যক্তি হইবেন।

রদ্দোল-মোহতার ৪/৪১৪ পৃষ্ঠা ঃ—

و حاصله ان شروط الشهادة من الاسلام و العقل و البلوغ و الحرية و عدم العمى و الحد في قذف شروط لصحة توليه و لصحة حكمه بعدها و مقتضاه ان تقليد الكافر لا يصح *

মুছলমান হওয়া, সজ্ঞান হওয়া, বালেগ হওয়া, আজাদ (স্বাধীন) হওয়া, অন্ধ না হওয়া এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদে শাস্তি ভোগ না করা, এই ছয়টী বিষয় যেরূপ সাক্ষ্য দেওয়ার উপযুক্ত হওয়ার শর্ত্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ কাজী নির্ব্বাচন করার এবং উহার পরে তাহার হুকুম ছহিহ হওয়ার শর্ত্ত স্থির করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, কাফেরকে কাজী নির্ব্বাচন করা জায়েজ নহে।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

وان لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره *

"কাফেরের কোফর অবস্থায় মুছলমানের উপর কাজায়ী করা ছহিহ হইবে না।"

ফাছেককে কাজী নির্ব্বাচন করা জয়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইলেও ছহিহ মতে জায়েজ হইবে।

দোর্রোল-মোখতার,

و الفاسق اهلها فيكون اهلها لكنه لا يقلد وجوبا و يأثم مقلده *

"ফাছেক সাক্ষ দেওয়ার উপযুক্ত কাজেই কাজী পদের উপযুক্ত হইবে, কিন্তু তাহাকে কাজী না করা ওয়াজেব, যে ব্যক্তি তাহাকে কাজী স্থির করিবে, গোনাহগার হইবে।

আল্লামা শামী রদ্দোল মোহতারের ৪/৪১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;

এমাম তাহাবী বলিয়াছেন, ফাছেককে কাজী করা জায়েজ নহে। আমি বলি, যদি এই মত গ্রহণীয় হয়, তবে বিচারের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ আমাদের জামানাতে, এই হেতু অজবিয়োল-আকবার প্রণেতা যে পথে চলিয়াছেন, খোলাছা কেতাবে তাহা সমধিক ছহিহ মত বলা হইয়াছে, এমাদিয়া কেতাবে উহা সমধিক ছহিহ মত বলা হইয়াছে, ইহা নহরোল-ফায়েকে আছে।

ফৎহোল-কদীরে আছে, ক্ষমতাশীল বাদশাহ যে কোন লোককে বিচারক নিয়োজিত করিয়াছেন, সে ব্যক্তি জাহেল ফাছেক হইলেও তাহার বিচার প্রচলিত করা যুক্তি যুক্ত মত, আমাদের জাহেরে মজহাব ইহাই, এক্ষেত্রে সে বিচারক অন্যের ফৎওয়া অনুযায়ী ব্যবস্থা দিবেন।

এক্ষণে কে সেই কাজী স্থির করিবেন, তাহাই আলোচ্য বিষয়, শামীর উক্ত খণ্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠায় আছেঃ—

ফৎহোল-কদিরে আছে, কাজি নির্ব্বাচন করিবেন যিনি খলিফা

তোল মোছলেমীন হইবেন, কিম্বা—খলিফা যাহাকে সুলতান নির্বাচন করেন এবং সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রদান করনে, সেই সুলতান হইবেন। অথবা সেই সুলতান যাহাকে এক অঞ্চলের শাসন কর্ত্তা স্থির করিয়াছেন, তথাকার খাজনা তাহাকে অর্পন করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

দোর্রোল-মোখতারে আছে ঃ—

و يجوز تقلد القضاء من السلطان العادل و الجائر و لو كافرا ذكره مسكين و غيره *

"ন্যায় বিচারক ও অত্যাচারী বাদশাহ হইতে যদিও বাদশাহ কাফের হয় কাজায়ী পদ লাভ করা জায়েজ হইবে।"

মিছকিন প্রভৃতি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।"

শামি, ২/২৪৭ পৃষ্ঠা ঃ—

"যে দেশের শাসন কর্ত্তা কাফের, তথায় মুছলমাদিগের পক্ষে জুমা ও ঈদ কায়েম করা জায়েজ হইবে। আর মুছলমানদিগের সম্মতিতে কাজী স্থির করা হইবে, তাহাদের পক্ষে উক্ত শাসন কর্ত্তার নিকট একজন মুছলমান হাকেম নির্ব্বাচনের প্রার্থনা করা ওয়াজেব।"

মাওলানা থানাবী ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ায় ২/৪০ পৃঃ লিখিয়াছেন।

এইরূপ ক্ষেত্রে মুছলমান কাজীর আবশ্যক, একজন মুছলমান হাকিমের কোর্টে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিবে।

যখন মুছলমান হাকিম বলিয়া দেন যে, আমি অমুক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া দিলাম, তখন উক্ত নেকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

মাওলানা থানাবী ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ায় ২/৪০/৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

ক্ষমতাশালী ইংরেজ হাকেমগণ যদি দয়া করিয়া এইরূপ ঘটনা গুলিতে কোন মুছলমান আলেমকে মীমাংসা করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান

করেন, তবে তিনি ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য কাজীর স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং এই ঘটনাগুলিতে তাঁহার হুকুম কার্য্যকরী হইবে। সকল সময়ের জন্য এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করার প্রয়োজন নাই, বরং এই দুইটি বিশিষ্ট ঘটনার মীমাংসা করার ক্ষমতা প্রদান করিলে, যথেষ্ট হইবে।

আর সমস্ত মুছলমানের পক্ষে গবর্ণমেন্টের নিকট এজন্য দরখাস্ত করা উচিত যে, সর্বদা এই ধরণের ব্যাপারগুলি নিষ্পত্তির জন্য গভর্ণমেন্ট যেন একজন আলেম নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে চিরতরে দুঃখের অবসান ঘটিবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে; মুছলমান মোনছেফের নিকট হইতে এই নেকাহ ফছখ করাইয়া লইতে হইবে।

আর যদি কোর্টের মধ্যে কোন মুছলমান মোনছেফ না থাকে, তবে হিন্দু মোনছেফের নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এক জন মুছলমান আলেমের উপর ফছখের ভার ন্যস্ত করাইয়া লওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে।

হিন্দু মোনছেফ উহা ফছখ করাইয়া দিলে, শরিয়ত অনুযায়ী উহা ফছখ হইবে না।

(ক) নম্বরের আলোচনা :—

"যদি চারি বৎসর যাবৎ স্বামীর ঠিকানা জানা না যায়" তবে এই অবস্থায় নেকাহ ফছখ করার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের শরিয়ত মতে এই ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে। চারি বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে মুছলমান মোনছেফের নিকট নেকাহ ফছখের দরখাস্ত করিতে হইবে। তিনি নেকাহ ফছখ করাইয়া দিলে, সেই দিবস হইতে চারি মাস দশ দিবস এদ্দত পালন করিতে হইবে, তৎপরে অন্য নেকাহ করিতে পারিবে। যদি তথায় মালিকি মজহাবের কাজী পাওয়া যায়, তবে তাহার নিকট হইতে নেকাহ ফছখ করাইয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশে মালিকি কাজী পাওয়া যায় না, কাজেই হানাফী মোনছেফের দ্বারা নেকাহ ফছখ করাইয়া লইলে জায়েজ হইবে।

যতক্ষণ এই মোনছেফ কর্ত্তৃক নেকাহ ফছখ করাইয়া লওয়া না হয়, এবং ফছখের পরে চারিমাস ও দশ দিবস এদ্দত পালন করা না হয়, ততক্ষণ অন্য স্বামীর সহিত নেকাহ জায়েজ হইবে না।

জামেয়োর-রমুজ, ৫৭৪ পৃষ্ঠা :—

و قال مالك و الاوزاعى الى اربع سنين نبينكم عرسة بعد ها كما فى النظم فلو افتى به في موضع الضرورة ينبغى ان لا بأس به علي ما اظن *

রদ্দোল-মোহতার, ২/৮২৯ পৃষ্ঠা :—

قلت لكن هذا ظاهر اذا امكن قضاء مالكي به او تحكيمه اما فى بلاد لا يوجد فيها مالكى يحكم به فا لضرورة متحققة و كان هذا وجه امر من البزازية و الفصوليين *

و سيأتى نظير هذه المسئلة فى زوجة المفقود حيث قيل انه يفتى بقول مالك انها تعتد عدة الوفاة بعد مضى اربع سنين *

আরও উক্ত কেতাব, ৩/৪৫৬ পৃষ্ঠা :—

و قال في الدر المنتقى ليس باولى لقول القهستانى لو افتى به موضع الضرورة لا بأس به على ما اظن اه *

দোর্রোল-মোখতার, ২/১১৮ পৃষ্ঠা :—

فى واقعات المفتيين لقدرى افندى معزيا للقنية انه انما يحكم بموته بقضاء لانه امر محتمل فما لم ينضم اليه القضاء لا يكن حجة *

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, মোনছেফ কর্তৃক নেকাহ ফছখ না করাইয়া লইলে, নেকাহ ফছখ হইবে না।

'খ' নম্বরের আলোচনা :—

যদি দুই বৎসর যাবৎ স্বামী তাহার খোরপোষ দিতে অক্ষম হয়, বা অবহেলা করে।' তবে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন পাশ করা হইতেছে।

দোর্রোল-মোখতার, ২/৫৩ পৃষ্ঠা :—

و لا يفرق بينهما لعجزه عنها و لا بعدم ايفائه لو غائبا حقها و لو موسرا وجوزه الشافعي ( رح ) باعسار الزوج و بتضررها بغيبته و لو قضى به حنفى لم ينفذ نعم لو امر شافعيا فقضى به نفذ *

রদ্দোল-মোহতার, ২/৯০৩ পৃষ্ঠা :—

الحاصل ان عند الشافعي اذا اعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ و كذا اذا غاب و تعذر تحصيلها منه على ما اختاره كثيرون منهم *

ثم اعلم ان مشائخنا استحسنوا ان ينصب القاضى الحنفي نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما اذا الزوج حاضرا و ابى من الطلاق لان دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة اذ الظاهر انها لا تجد من يقرضها و غنى الزوج مالا امر متوهم فالتفريق ضرورى اذا طلبته *

আরও উক্ত কেতাব ৯০৩/৯০৪ পৃষ্ঠা :—

نعم يصح الثانى عند احمد كما ذكر فى كتب مذهبه و عليه يحمل ما في قاري الهداية حيث سئل عمن غاب

زوجها و لم يترك لها نفقة فاجاب اذا اقامت بينة على ذلك و طلبت فسخ النكاح عن قاض يراه ففسخ نفذ و هو قضاء على الغائب و في نفاذ القضاء على الغائب روائعتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفى بان يزوجها من الغير بعد العدة *

রদ্দোল-মোহতার, ১৬৯ পৃষ্ঠা :—

قال في خزانة الروايات العلم الذي يعرف معنى النصوص و الاخبار و هو من اهل الدراية يجوز له ان يعمل عليها و ان كان مخالفا لمذهبه اه قلت لكن هذا فى غير موضع الضرورة فقد ذكر فى حيض البحر فى بحث الوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال و فى المعراج عن فخر الائمة لو افتى مفت بشيء من هذه الاقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا اه ✪

আরও ঐ কেতাব ৭০ পৃষ্ঠা :—

و ادعى فى البحر ان المقلد اذا قضى بمذهب غيره

او برواية ضعيفة او بقول ضعيف نفذ و اقوى ما تمسك به ما في البزازية عن شرح الطحاوى اذا لم يكن القاضى مجتهدا و قضى بالفتوى ثم تبين انه على خلاف مذهبه نفذ و ليس لغيره نقضه و له ان ينقضه كذا عن محمد و قال الثانى ليس له ان ينقضه ايضا اه *

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, স্বামী দরিদ্রতা হেতু, কিম্বা কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্যে স্বদেশে থাকিয়া হউক, আর বিদেশে থাকিয়া হউক, স্ত্রীকে খোরপোশ না দিলে, সে মুছলমান মোনছেফের নিকট হইতে নেকাহ ফছখ করাইয়া লইতে পারে, এই ফছখ অন্তে তালাকের এদ্দত তিন হায়েজ, অথবা তিন মাস, পরে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে।

এই ফছখ করার এবং এদ্দত পালন করার পূর্ব্বে নেকাহ করা হারাম হইবে।

(গ) নম্বরের আলোচনা ঃ—

"যদি স্বামী সাত বা তদূর্দ্ধ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হয়, তবে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।"

এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, খোরপোশের অভাব হেতু কাজী কিম্বা মোনছেফের নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া নেকাহ ফছখ করাইয়া লইয়া তালাকের এদ্দত অন্তে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু এই নম্বরের আইনে সাত বৎসরের কম কারাদন্ডে দন্ডিত হইলে, নেকাহ ফছখ হইবে না, অথচ 'খ' নম্বরে বলা হইয়াছে, খোরপোশ দিতে অক্ষম হইলে, তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ করা হইবে। এক দুই বৎসর জেল হইলে, যদি তাহার স্ত্রীর খোরপোশের উপায় না থাকে, তবে উক্ত আইন অনুসারে তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া সঙ্গত, কাজেই সাত বৎসর কেন যে বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করা হইল, তাহার কোন হেতু বুঝা যায় না।

যদি কোন লোকের জেল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার টাকা কড়ি বিষয় সম্পত্তি থাকে এবং তদ্দারা তাহার স্ত্রীর জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে নেকাহ ফছখ হওয়া মুছলমানি আইনে জায়েজ হইবে না।

'গ' নম্বরে আমাদের শরিয়তের আইনের দুই স্থলে বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে, প্রথম খোরপোশের অভাব হইলে এক দুই বৎসর জেলেও নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকে দ্বিতীয় খোরপোশের অভাব না হইলে, সাত বৎসরের অধিককাল জেল হইলেও নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকিবে না।

(ঙ) নম্বরের আলোচনা :—

"যদি স্বামী বিবাহকালে নির্ব্বির্য্য থাকিয়া থাকে এবং বিবাহের পরেও নির্ব্বির্য্য থাকে, তবে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকিবে।"

আমাদের শরিয়তের ব্যবস্থা এই যে, যদি স্বামী পুরুষত্বহীন হইয়া থাকে, তবে মোনছেফের নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, মোনছেফ তাহাকে এক বৎসর কাল অবকাশ দিবেন, যদি এই এক বৎসরের মধ্যে স্বামী একবার সেই স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, তবে নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকিবে না, নচেৎ স্বামী তাহাকে তালাক দিবে, আর তালাক দিতে অস্বীকার করিলে মোনছেফ তাহাদের নেকাহ ফছখ করিয়া দিবেন।

যদিও স্ত্রী-স্বামীকে পুরুষত্বহীন পাইয়াও অনেক কাল তাহার সহিত বিরোধ না করে, কিম্বা বিরোধ করিয়াও কিছুকাল নির্ব্বিবাদে থাকে, তাহার সঙ্গে শয়ন করে, তবু তাহার নেকাহ ফছখের অধিকার বাতিল হইবে না, এইরূপ যদি সে মোনছেফের নিকট এক মোকদ্দমা উপস্থিত করে এবং মোনছেফ তাহাকে এক বৎসর অবকাশ দিয়া থাকে, কিন্তু এক বৎসর গত হইয়া যাওয়া সত্বেও সে ফছখের দাবী উপস্থিত করিল না, তবে তাহার সেই দাবী বাতীল হইবে না।

যদি স্বামী এই মেয়াদের মধ্যে সঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া দাবী করে, আর স্ত্রী উহা অস্বীকার করে, তবে একজন বিশ্বাসী স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করিতে দেওয়া হইবে, যদি তাহার পরীক্ষাতে তাহার কুমারী হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে উক্ত বৈঠকে এ বিষয়ে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে। যদি সে সেই স্বামীকে গ্রহণ করে কিম্বা সেই স্থান ত্যাগ করে, তবে তাহার ফছখের দাবী বাতীল হইয়া যাইবে।

কুমারী হওয়ার পরীক্ষা এইরূপে করিতে হয়—যদি প্রস্রাব করিলে তাহার প্রস্রাব প্রাচীরের উপর পড়ে, তবে কুমারী ধরিতে হইবে। আর যদি জানুর উপর গড়াইয়া পড়ে, তবে কৌমার্য্য নষ্ট বুঝিতে হইবে। এইরূপ ডিমের মুসুম তাহার ভগে প্রবেশ করাইয়া দিলে উহার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে কৌমার্য্য নষ্ট হইয়াছে, আর প্রবেশ না করিলে, কুমারী বুঝিতে হইবে।

আর যদি সেই বিশ্বাসী স্ত্রীলোক বলে যে, তাহার কৌমায্য নষ্ট হইয়াছে, কিম্বা বিবাহের পূর্ব্বে কৌমার্য্য নষ্ট ছিল, তবে স্বামীকে হলফ করিতে বলা হইবে। নচেৎ তাহাকে ফছখের অধিকার দেওয়া হইবে।

একজনের স্থলে দুইজন পরহেজগার স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করিতে দেওয়া সঙ্গত, যদি এই বিচ্ছেদের পূর্ব্বে সে দুইজন পুরুষের সাক্ষাতে কিম্বা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে একবার করিয়া থাকে যে, তাহার স্বামী তাহার সহিত সঙ্গম করিয়াছে, তবে তাহার এই ফছখের দাবী বাতীল বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের পরে যদি দুই বৎসরের মধ্যে তাহার সন্তান প্রসব হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, উক্ত স্বামীর পুরুষত্বহীনতার দাবী বাতীল এবং এই বিচ্ছেদের হুকুম বাতীল।

যদি এই বিবাহ বিচ্ছেদের পরে সে পুনরায় সেই স্বামীর সহিত নেকাহ করে, কিম্বা যে অপর স্ত্রীলোক জানে যে, উক্ত পুরুষের পুরুষত্বহীনতার জন্য তাহার স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা সত্বেও সে তাহার সহিত নেকাহ করে, তবে ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে তাহাদের উভয়ের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকিবে না।

যদি কোন স্বামীর অণ্ডকোষ কিম্বা লিঙ্গ কাটা থাকে, তবে মোনাছেফ তৎক্ষণাৎ তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ করাইয়া দিবেন।

যাহার লিঙ্গ অতি ক্ষুদ্রাকার এমনকি উহা স্ত্রীর যোনীর ভিতর অংশে প্রবেশ করান সম্ভব হয় না, তবে তাহার স্ত্রীর নেকাহ ফছখ করাইয়া দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। বাহারোর রায়েকে উহাতে ফছখ করা জায়েজ না হওয়ার কথা মুহিত হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, যখন লিঙ্গ কাঁটা ব্যক্তির স্ত্রীর নেকাহ ফছখ করা জায়েজ হইল, তখন কেন এস্থলে ফছখ করার অধিকার থাকিবেন। ইহা শরহে অহবানিয়া ও হাশিয়ায়-মাদানীতে আছে।

(চ) নম্বরের আলোচনা ঃ—

"যদি স্বামী দুই বৎসর কাল ধরিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক হয় অথবা কুষ্ঠ কিংবা ভয়ঙ্কর রতিজ রোগে ভুগিতে থাকে, তবে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।"

আমাদের শরিয়তে পাগলের সম্বন্ধে আলমগিরি মিছরি ছাপা প্রথম

খণ্ডের ৫৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

و اذا كان بالـــزوج جنون او برص او جذام فلا خيار لها كذا فى الكافى ۔ قال محمد رحمـــه الله تعالى ان كان

الجنون حادثا يؤجله سنة كالعنــة ثـــم يخير المراة بعد الحول اذا لـــم يبرأ ران كان مطبقا فهو كالجب و به ناخذ كذا فى الحاوى القدسى *

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা যায় যে, স্বামী নূতন উন্মাদ হইলে, শরিয়তের কাজী (মুছলমান মোনাছেফ) তাহাকে এক বৎসর অবকাশ দিবেন, এই এক বৎসরে সুস্থ না হইলে, স্ত্রীকে নেকাহ ফছখ করার অধিকার দেওয়া হইবে। আর পুরাতন উন্মাদ হইলে, তাহার স্ত্রীকে সদ্য সদ্য নেকাহ ফছখ করার অধিকার দেওয়া হইবে। হাবিল-কুদছি কেতাবে ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। স্বামী শ্বেত কুষ্ঠ কিম্বা গলিত কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ হইলে, স্ত্রীর নেকাহ ফছখ করার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না।

মফতিয়ে মদিনা আল্লামা আবুছ-ছউদ মোহম্মদ বেনে আলি আফেন্দী 'ওদ্দাতো-আরবাবোল-ফাতাওয়া'র ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

سئل فى امــراة ظهر لها بعد الدخول بزوجها ان بـــه عيبا يعـــرف بالخنازير و آخـــر يعرف بالجرب و فرخ الجمر و المبارك المعلـــوم تسيـــل تلك الاجرام دماء صديدا و تاذت بذلك تاذيــا ليس بالهين و هذه الامراض و العلل تعدي بفعـــل الله تعالى و تســـرى حتى الى الاولاد كما زعمـــه اهل العلـــم بالطب و التجارب و هو

المشاهد في هذه الازمنة مع تطير الخلق من ذلك ولاتكاد تطيب النفس بمخالطة من فيه احد هذه الامراض فهل يثبت للزوجة الخيار بهذه العيوب و يحكم الحاكم الشرعى بفسخ النكاح ام لا - (اجاب) لا خيار للمرأة

بعيب الرجل سواء كان ذلك المرض مخوذا منه اولا و لا يثبت لها به فسخ النكاح *

ইহাতে বুঝা যায় যে, স্বামীর গলিত কুষ্ঠ, দাদ, বিখাউজ ও পারা জনিত গর্ম্মি রোগ হইলে, স্ত্রীর নেকাহ ফছখ করার অধিকার দেওয়া হইবে না।

দোর্রোল-মোখতার ঃ—

و خالف الائمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج و لو قضي بالرد صح ذكره *

শামী, ২/৮২২ পৃষ্ঠা ঃ—

اى لو قضى به حاكم يراه و هذه المسئلة ذكرها فى البحر

"এমাম শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ বলিয়াছেন, স্বামীর শ্বেত কুষ্ঠ ও গলিত কুষ্ঠ হইলে, স্ত্রী নেকাহ ফছখ করার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

বাহরোর-রায়েকে আছে, কোন শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি কাজি এইরূপ ক্ষেত্রে নেকাহ ফছখ করিয়া দিলে, উহা সিদ্ধ হইবে।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন হানাফী স্ত্রীলোক কোন শাফেয়ি, মালিকি কিম্বা হাম্বলী কাজির নিকট হইতে উক্ত ক্ষেত্রদ্বয়ে নেকাহ ফছখ করাইয়া লয় তবে জায়েজ হইবে। কোন হানাফী কাজী উহা ফছখ করাইয়া দিলে, সিদ্ধ হইবে না।

নিম্নে কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হইতেছে, যে সমস্ত ধারা অনুসারে নেকাহ ফছখ করার অধিকার উক্ত আইন বিধি করা হইয়াছে, কিন্তু আমাদের শরিয়তে তৎসমস্ত স্থলে নেকাহ ফছখ করার অধিকার নাই।

(ছ) যদি যুক্তি সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে স্বামী তিন বৎসর যাবৎ তাহার ভর্ত্তী সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হয়।

(জ) যদি স্বামী তাহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে যথা (অ) যদি স্বামী প্রায়শঃ তাহাকে মারধর করে অথবা দৈহিক যন্ত্রণা প্রদান ছাড়াও যদি দুর্ব্যবহারের দ্বারা তাহার জীবন অতিষ্ট করিয়া তোলে। (আ) অথবা যদি স্বামী অপবাদগ্রস্থ মেয়েদের সহিত মেলামেশা করে, অথবা কুখ্যাত জীবন যাপন করে। (ই) অথবা স্বামী যদি তাহাকে দুর্নীতি পরায়ণ জীবন যাপনের জন্য জবর দস্তি করে। (ঈ) অথবা স্বামী তাহার সম্পত্তি ছিনাইয়া লয়, কিম্বা সম্পত্তির উপর আইনগত অধিকার প্রয়োগ করিতে বাধা দেয়। (উ) অথবা যদি তাহাকে তাহার ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে বাধা প্রদান করে। (ঊ) যদি স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে এবং তদবস্থায় কোরআনের বিধান অনুযায়ী তাহার প্রতি সমান ব্যবহার না করে।"

উল্লিখিত কারণ সমূহে কোর্ট স্বামী কর্ত্তৃক তালাক স্ত্রীলোককে নিষ্কৃতি করাইয়া দিতে পারে, কিন্তু যদি স্বামী তালাক দিতে অস্বীকার করে, তবে শরিয়ত মতে কাজীর ফছখ করাইবার অধিকার নাই।

এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের শরিয়ত মতে খোলা তালাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যদি কোর্ট উল্লিখিত ঘটনাগুলিতে ফছখ করাইয়া দেয়, তবে আমাদের শরিয়ত মতে নেকাহ ফছখ হইবে না, অন্য লোকের উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ করা জায়েজ হইবে না, করিলে, মুছলমান সমাজের নিকট আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

(৪) নম্বরের আলোচনা ঃ—

কোন বিবাহিতা মুছলমান নারী ইছলাম ধর্ম্ম বর্জ্জন করিলে, তাহাতেই তাহার বিবাহ বিচ্ছন্ন হইবে না।

আমাদের শরীয়ত ব্যবস্থা এই ঃ—

দোর্রোল-মোখতার ঃ—

ليس للمرتدة التزوج بغير زوجها و به يفتى *

রদ্দোল-মোহতার, ৩/৪২০ পৃষ্ঠা ঃ—

قال فى الفتح و قد افتى الدبوسى و الصفار و بعض اهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها و غيرهم مشوا على الظاهر و لكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج و تضرب خمسة و سبعين سوطا و اختاره قاضيخان للفتوى اه *

দোর্রোল-মোখতারে আছে, স্ত্রীলোক মোরতাদ্দ হইয়া গেলে (ইছলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে) তাহার নিজের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত নেকাহ করিতে পারিবে না।

শামী কেতাবে ফৎহোল কদীর হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, দববুছি, ছাফ্যার ও ছামার কান্দের কোন বিদ্বান ফৎওয়া দিয়াছেন যে, উল্লিখিত ঘটনাতে উভয়ের নেকাহ ফছখ হইবে না।

অন্যান্য ফকিহগণ বলিয়াছেন যে, নেকাহ ফছখ হইয়া যাইবে, কিন্তু সেই স্বামীর সহিত নেকাহ করিতে বাধ্য করা হইবে এবং তাহাকে ৭৫টি কোড়া মারিতে হইবে। কাজীখান এই মতটি ফৎওয়ার জন্য মনোনীত স্থির করিয়াছেন।"

মূল কথা, সেই স্ত্রীলোককে নূতনভাবে ইমান আনিতে ও সেই স্বামীর সহিত নেকাহ করিতে বাধ্য করা হইবে। আর যদি সেই স্ত্রীলোক ইমান না আনে, তবে অন্য কাহারও সহিত নেকাহ করিতে পারিবে না।

এই ৪ নম্বরে উল্লিখিত হইয়াছে, "যে নারী অন্য ধর্ম্ম হইতে

আসিয়া ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সে যদি পুনরায় তাহার পূর্ব্ব ধর্ম্ম আলিঙ্গন করে, তবে তাহার পক্ষে উক্ত বিধানাবলী প্রযুক্ত হইবে না।

আমাদের শরিয়তে মুছলমান স্ত্রীলোক ও নব ইছলাম ধারিণী— স্ত্রীলোক মোরতাদ্দ হইয়া গেলে, একই প্রকার ব্যবস্থা হইবে। সে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন এই ভাবে সংশোধিত হওয়া জরুরী।

(২)(ক) যদি চারি বৎসর যাবৎ স্বামী নিরুদ্দিষ্ট থাকে, (খ) যদি স্বামী তাহার খোরপোশ দিতে অক্ষম হয় বা অবহেলা করে। (গ) যদি স্বামী কারাদন্ডে দন্ডিত হয় এবং স্ত্রীর জীবিকা নির্ব্বাহ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ না থাকে, (ঙ) যদি স্বামী পুরুষত্তহীন হইয়া থাকে এবং তাহাকে এক বৎসর সময় দেওয়া সত্ত্বেও সে স্ত্রী সঙ্গম করিতে সক্ষম না হয়। (চ) স্বামী পুরাতন পাগল হইলে কিম্বা নূতন পাগল হওয়া অবস্থায় এক বৎসর সময় দেওয়া সত্ত্বেও সুস্থ হইতে না পারিলে, (ছ) নাবালেগা স্ত্রীলোককে পিতা বা দাদা ব্যতীত অন্য কোন ওলি বিবাহ দিয়া থাকিলে, যদি সে হাএজ হওয়া মাত্র উক্ত নেকাহ্ ফছখ করার কথা ঘোষণা করিয়া থাকে এবং স্বামী সহবাস দ্বারা উক্ত বিবাহ সিদ্ধ করিয়া না থাকে, তবে মুছলমান মোনছেফ দ্বারা নেকাহ্ ফছখ করাইবার অধিকার তাহার থাকিবে।

(জ) যদি স্বামী তাহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে, যথা (অ) যদি স্বামী অযথাভাবে তাহাকে প্রায়শঃ মারধর করে, অথবা দৈহিক যন্ত্রণা প্রদান ছাড়াও যদি দুর্ব্ব্যবহারের দ্বারা তাহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। (আ) অথবা যদি অপবাদগ্রস্থ মেয়েদের সহিত মেলামেশা করে, অথবা কুখ্যাত জীবন যাপন করে। (ই) অথবা স্বামী তাহাকে দুর্ণীতি পরায়ণ জীবন যাপনের জন্যজবরদস্তি করে। (ঈ) অথবা স্বামী তাহার সম্পত্তি ছিনাইয়া লয়, কিম্বা সম্পত্তির উপর আইনগত অধিকার প্রয়োগ করিতে বাধা দেয়। (উ) অথবা যদি তাহাকে তাহার ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করিতে বাধা প্রদান করে। (ঊ) যদি স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে এবং তদবস্থায় কোরআনের বিধান অনুযায়ী তাহার প্রতি সমান ব্যবহার না করে।

(২) এর (খ) যদি যুক্তি সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে স্বামী দীর্ঘকাল

যাবৎ তাহা ভর্ত্তা সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হয়, তবে মুছলমান মোনছেফ স্বামীর নিকট হইলে তালাক লওয়ার ব্যবস্থা করিবেন, যদি স্বামী তালাক দিতে অস্বীকার করে, তবে তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবেন, ইহাতে তাহার শাস্তি হওয়া জরুরী।—

এস্থলে একটি মছলা বর্ণনা করা জরুরী।

যীদ স্বামী ৪ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পরে মোনছেফ তাহার নেকাহ ফছখ করার আদেশ দেন এবং সেই স্ত্রীলোক চারি মাস দশ দিবস পরে অন্য স্বামী গ্রহণ করে, তৎপরে তাহার প্রথম স্বামী স্বদেশে ফিরিয়া আসে, তবে কি হইবে?

উঃ—রদ্দোল-মোহতার, ৩/৪৫৮ পৃষ্ঠা ঃ—

رأيت المرحوم ابا السعود نقله عن الشيخ شاهين
و نقل ان زوجته له و الاولاد للثاني اه *

ইহাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রী প্রথম স্বামী পাইবে এবং সন্তান সন্তুতি দ্বিতীয় স্বামী পাইবে।

সমাপ্ত